যুগান্তর

তারিখ ... 2 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

রোববার অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন শেষে স্টল পরিদর্শনকালে হাস্যোজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একুশে বইমেলা উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী

উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নিশ্চিত করুন

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা ভাষাকে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, বাংলা একাডেমীর গবেষণাসহ সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে। তার সরকার শিক্ষিত ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান জাতি গঠন করতে চায়। সেই লক্ষ্যে তারা ডিগ্রি পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০ শতাংশ ভর্তি নিশ্চিত করবেন। ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে চান। ২০১৪ সালের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরতা চান। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৪৫ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। এ লক্ষ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে এবং এ ইন্সটিটিউটে বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর সব ভাষার গবেষণাও সংগ্রহ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার বাংলা একাডেমীতে মহান একুশের গ্রন্থমেলা উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও

করুন : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

করুন : নিশ্চিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) সংস্কৃতিমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ ও জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। মেলার মূল মঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমীর সভাপতি প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। প্রকাশক প্রতিনিধিদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ইউপিএলের স্বত্বাধিকারী মহিউদ্দিন আহমেদ। প্রধানমন্ত্রী ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। পরে মেলার বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী পৌনে ৬টায় একাডেমী অঙ্গন ত্যাগ করেন। এর আগে শিল্পীদের কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এবং সূচনা সঙ্গীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র সুর বাজানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, বাইবেল, গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সাংসদ, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, কূটনীতিকসহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে দর্শক সারিতে বসা বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কথাশিল্পী ভারতের মহাশ্বেতা দেবীকে মঞ্চে ডেকে নেন। মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা হাততালি দিয়ে মহাশ্বেতা দেবীকে স্বাগত জানান, তখন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য রাখার কথা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কথাশিল্পীকে দর্শকদের উদ্দেশে কিছু বলার আহ্বান করলে মহাশ্বেতা দেবী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের সূচনাবিন্দু। সে ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৬ দফার আন্দোলনকে ১ দফায় রূপ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের স্মারক অমর একুশে এখন আমাদের একার নয়। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা অর্জন করে। তাই একুশ এখন শুধু শোকের দিন নয়, একুশ আমাদের আনন্দের এবং গৌরবের দিন। জাতীয় সীমানা পেরিয়ে এ দিনটি এখন বিশ্বজনীন মানব সভ্যতার অংশ।

তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমী। তাই একাডেমীকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত দলিলপত্র সংগ্রহ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, ভাষাসৈনিকদের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং গ্রন্থ প্রকাশসহ এ সম্পর্কে প্রচারণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চালাতে হবে। তিনি একাডেমীর গবেষণাকর্ম বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়ে বলেন, বাঙালি সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি, কৃষ্টি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জন্য বাংলা একাডেমীকে শক্তিশালী করতে চায় তার সরকার। গবেষণার জন্য একাডেমীকে বাজেট প্রদান করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন, ইশারা ভাষাভাষীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে বিটিভিতে এবং পরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সরকারি মিডিয়ায় ইশারা ভাষা চালু করা হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার সঙ্গে আরও দু'একটি বিদেশী ভাষা শেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্বে নিজেদের তুলে ধরতে হলে অন্য ভাষা শিখতে হবে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে সমাজে বিয়ের দাওয়াতপত্র থেকে শুরু করে নানা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র ব্যাপকভাবে অপ্রয়োজনে ইংরেজি ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা এক ধরনের হীনমন্যতা ও ঔপনিবেশিক মনোভাব। বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নিজ ভাষা থাকতে অন্য ভাষার ব্যবহার কোন গৌরব নয়। তবে মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষা জানা সবারই প্রয়োজন : তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের মেধা, মনন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন দরকার। একুশের বইমেলা আমাদের মনোজগতে পরিবর্তন আনছে ক্রমাগত। এ মেলা বিশ্বমানব হতে, কায়মনে বাঙালি হতে সহায়তা করবে।

শেখ হাসিনা দেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকসহ, প্রকাশক ও শিক্ষাবিদদের উদ্দেশে বলেন, জাতীয় মেধার বিকাশ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে আপনারা সরকারকে পরামর্শ দিন। সরকার আপনাদের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রসারের জন্য বাংলা একাডেমীর গবেষণাকর্ম বৃদ্ধি করা হবে।

তিনি দুঃখ করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের কাজ শুরু করেছিল। পরে ভোট সরকার এ কাজ রাজনৈতিক হিংসা থেকে বন্ধ করে দেয়। তার সরকার দ্রুত এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করে ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকারের পরিচালনাকালে অনেক সংকট আসবে, বাধা আসবে; কিন্তু সবকিছুকে জয় করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। তার সরকারের বয়স মাত্র ২৫ দিন ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন। সন্ত্রাসের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি চেয়েছেন। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চেয়েছেন।